The International Court of Justice (ICJ) & Myanmar

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) এবং মিয়ানমার

কাজের পরিধি (ম্যান্ডেট):

আইসিজে-এর বাধ্যবাধকতা/ কাজের পরিধি:

- বিতর্কিত মামলা পরিচালনা: আইসিজে দুটি দেশের মধ্যে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
  উদাহরণস্বরূপঃ কোনো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে।
- পরামর্শ প্রদান: আইসিজে জাতিসংঘের নির্দেশিত আইনি প্রশ্নের বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত দেয়।

মিয়ানমারের বিষয়ে আইসিজেতে কী হচ্ছে?

- মিয়ানমার গণহত্যা কনভেনশনের একটি সদস্য রাষ্ট্র। অন্যান্য যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র আইসিজের কাছে গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে মিয়ানমারের দায়বদ্ধতার বিষয়সহ কনভেনশন এর ব্যাখ্যা, প্রয়োগ বা পালন করার জন্য মামলা আনতে পারে।
- অর্থাৎ, অন্য একটি সদস্য রাষ্ট্র রোহিঙ্গা বা অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য মিয়ানমারের দায়বদ্ধতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আইসিজের বিচারকদের কাছে আবেদন করতে পারে।
- ১১ই নভেম্বর ২০১৯, তারিখে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে দায়বদ্ধতা লঙ্ঘনের অভিযোগে আইসিজের কাছে আফ্রিকার একটি দেশ গাম্বিয়া আবেদন করেছিল। অভিযোগ গুলোর মধ্যে ছিল গণহত্যা, গণহত্যার উস্কানি দেয়া ও প্রচেষ্টা করা, গণহত্যার প্রতিরোধ ও তার শাস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি।
- ২০১৯ সালের ১০-১২ ডিসেম্বরে, নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে আইসিজের এখতিয়ার এবং "অস্থায়ী ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আইসিজেতে একটি প্রাথমিক শুনানির আয়োজন করা হয়। অস্থায়ী ব্যবস্থা বলতে বোঝায় ,মামলাটি প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় এমন কিছু কাজ যেগুলো করার জন্য আইসিজে পক্ষদ্বয়কে আদেশ করতে পারে।
- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে, আইসিজের বিচারকরা মিয়ানমারকে কিছু অস্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য আদেশ জারি করেন। (পদক্ষেপগুলো নিচে দেখুন)
- এটি এখনও অজানা যে আদালত মামলাটির পরবর্তী পদক্ষেপ কখন গ্রহণ করবে। মামলার চূড়ান্ত রায় জারি হওয়ার জন্য কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।

আইসিজে এবং আইসিসির মধ্যে পার্থক্য কী?

- আইসিজে (আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত) দেশগুলির মধ্যে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করে। এটি সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও কোনো পৃথক অপরাধী/দুষ্কৃতিকারীর দায়বদ্ধতার বিষয়ে নয়।
- আইসিসি (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত) অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারে। অর্থাৎ অপরাধীর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইসিজের আদেশে কি ছিল?

- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে, গণহত্যা সংঘটনের গুরুতর ঝুঁকি থাকায় বিচারকরা মিয়ানমারকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। মিয়ানমার দ্বারা নিযুক্ত বিচারক সহ বৈঠকের সমস্ত বিচারক সর্বসম্মতক্রমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তটি গ্রহন করেন।
- আইসিজে আদেশ দিয়েছে যে:

  ১। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যামুলক কাজ, যেমনঃ হত্যা ও গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধ করতে মিয়ানমারকে অবশ্যই সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। মিয়ানমারকে অবশ্যই সামরিক এবং অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার সাথে সাথে তারা যেন প্রভাব বিস্তারের জন্য গণহত্যার মতো অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করে সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৩। মিয়ানমারকে অবশ্যই গণহত্যার প্রমাণসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। মিয়ানমারকে অবশ্যই চার মাসের মধ্যে আইসিজেতে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে এবং পরবর্তীতে মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাসে একটি করে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

- জাতিসংঘের সনদ অনুসারে, এই সিদ্ধান্তটি মিয়ানমারের জন্য আইনত বাধ্যতামূলক। মিয়ানমারকে অবশ্যই আদেশটি মানতে হবে। আদেশটি কার্যকর করা না হলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি প্রেরণ করা হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি কি?

- ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে হয়েছে। আইসিজে গাম্বিয়ার মামলা দায়েরের (মামলার "যোগ্যতা") উত্থাপিত মূল সমস্যাগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। অর্থাৎ, আইসিজে এখনও মিয়ানমারে গণহত্যা সংঘটিত হয়ছে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি ।এটি কেবলমাত্র গণহত্যার মতো অপরাধের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- মূল মামলা ("যোগ্যতা") নিয়ে আইসিজে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি।
- আইসিজে ভবিষ্যতে মূল মামলায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সিদ্ধান্ত নিতে পারেঃ

পরাজিত রাষ্ট্রকর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিস্থাপনের দাবি:

আইসিজে আদেশ দিতে পারে যে, পরাজিত রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করবে। উদাহরণস্বরূপঃ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা (যদিও এটি পরিষ্কার নয় যে, [ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন] কোনো রাষ্ট্র এই বিষয়টি উত্থাপন করবে)।

মিয়ানমারকে ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করার নিশ্চিতকরন:

আইসিজে মিয়ানমারকে তার বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি পরিবর্তন করার জন্য দাবি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপঃ ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা। আইসিজে কাঠামোগত সংস্কারের আদেশও করতে পারে। যেমনঃ মিয়ানমারের পারিবারিক আইনি ব্যবস্থার উন্নতি এবং সাধারণ ক্ষমার বিধান সংবিধান থেকে অপসারণ করা।

মিয়ানমারের দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি :

আইসিজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, মিয়ানমারে গণহত্যা হয়েছে এবং মিয়ানমার তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে ও গণহত্যার জন্য শাস্তি দিতে পারে।

দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য মিয়ানমারকে আদেশ:

আইসিজে মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি), নতুন তদন্তকারী প্রক্রিয়া (আইআইএমএম), এবং অন্য কোনো জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া বা ট্রাইব্যুনালকে সহযোগিতা করার জন্য আদেশ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপঃ মিয়ানমার তদন্তের উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিজ দেশে প্রবেশের অনুমতি দিবে।

সুবিধাদি:

- ২০২০ সালের জানুয়ারিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে "আইসিজের অস্থায়ী ব্যবস্থা" রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অপরাধ রোধ করতে সহায়তা করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তদন্তের ভিত্তিতে আইসিজের আদেশটি মিয়ানমারের উপর চাপ বাড়িয়ে দেবে। আদালতে নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেয়া বিষয়টি জনসাধারণের নজরে থাকবে যা পরবর্তী/ভবিষ্যৎ অপরাধের প্রতিরোধকারী হিসাবে কাজ করতে পারে।
- এটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উপর মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- মামলাটি মিয়ানমারকে একটি আনুষ্ঠানিক বিচারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গণহত্যার অভিযোগের উপর প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং তাদের নীতি ও রোহিঙ্গাদের সাথে সম্পর্কিত অনুশীলনগুলিকে/বিষয়গুলিকে প্রকাশ করতে বাধ্য করবে।
- ভবিষ্যতে, যদি আইসিজে গণহত্যার জন্য মিয়ানমার দায়বদ্ধতার সিদ্ধান্ত নেয়/প্রমান পায়, তবে মিয়ানমারকে আইসিজের নির্দেশিত পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হতে হবে।
- আইসিজের সমস্ত রায় চূড়ান্ত, আপিলের কোনো সুযোগ নেই। কোনো রাষ্ট্র যদি রায়টিকে সম্মান না করে তবে বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করা হবে।

সীমাবদ্ধতা:

- মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী ব্যবস্থার পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্য কোনো আদেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে, কারণ আইসিজের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার সরাসরি বা কার্যকরী উপায় নেই।
- আইসিজেতে মামলা প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদি। পুরো মামলাটি শেষ হতে অনেক বছর সময় লাগতে পারে এবং মামলাটি যে সফলভাবে শেষ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
- আইসিজে কেবল গণহত্যা ইস্যুতে মনোনিবেশ করবে। এটি মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চলে, যেমনঃ কাচিন ও শান রাজ্যে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ দিকে নজর দিবে না, কেবল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে নজর দিবে।
- আইনি বিচারে গণহত্যা প্রমাণ করা খুব কঠিন; "গণহত্যার উদ্দেশ্য", উপাদানটি প্রমাণ করা বিশেষত কঠিন/কষ্টসাধ্য। আইসিজে যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, আইনি অর্থে গণহত্যা হয়নি, তবে সিদ্ধান্তটি/রায়টি পাল্টা ফলদায়ক হতে পারে এবং মিয়ানমার সরকার ও তাতমাডাও এর পক্ষে এটি একটি অবিস্মরণীয় বিজয় হতে পারে।

***